ইউনিট ১

হিসাববিজ্ঞানঃ প্রাথমিক ধারণা

ভূমিকা

হিসাববিজ্ঞান আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সাথে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় সমাজের প্রতিটি পক্ষ যেমন- ব্যক্তি, সংগঠন, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান এমনকি সরকারকেও প্রাপ্তি-প্রদান ও আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখতে হয়। তাছাড়া আর্থিক লেনদেনের ফলাফল ও অবস্থা জানা প্রয়োজন হয়। তাই বিধিসম্মত এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে হিসাব সংরক্ষণ, আর্থিক ফলাফল ও আর্থিক অবস্থা নির্ণয় এবং ফলাফল ও আর্থিক অবস্থা বিশ্লেষণের জন্য হিসাববিজ্ঞান পাঠ করতে হয়। এই ইউনিটে হিসাববিজ্ঞান বলতে কি বুঝায়, হিসাববিজ্ঞানের উদ্দেশ্য, পরিধি, প্রয়োজনীয়তা, কার্যাবলী, মূল্যবোধ ও জবাবদিহিতা সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় হিসাববিজ্ঞানের ভূমিকা, হিসাব বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং ধারণা ও নীতিসমূহ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

পাঠ-১ হিসাববিজ্ঞানের সংজ্ঞা, উদ্দেশ্য ও পরিধি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- হিসাববিজ্ঞানের সংজ্ঞা বুঝিয়ে বলতে পারবেন
- হিসাববিজ্ঞানের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবেন
- হিসাববিজ্ঞানের পরিধি ব্যাখ্যা করতে পারবেন

সূচনা (Introduction)

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জন করা। কোন নির্দিষ্ট সময়ে একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান মুনাফা অর্জন করেছে না ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে তা জানা অপরিহার্য। তাছাড়া প্রতিষ্ঠানের আর্থিক লেন-দেনসমূহের সঠিক হিসাব রাখা, আর্থিক অবস্থা, সম্পত্তি ও মূলধনের পরিমাণ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানা প্রয়োজন হয়। হিসাববিজ্ঞানের সাহায্যে এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ ও পরিবেশন করা যায়। ব্যবস্থাপক কর্তৃক এই সমস্ত তথ্য সঠিক বিশ্লেষণ ও ব্যবহারের উপর প্রতিষ্ঠানের সফলতা নির্ভর করে। তাই হিসাববিজ্ঞান ব্যবসায় ব্যবস্থাপনার মৌলিক উপাদান হিসেবে স্বীকৃত।

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ছাড়াও সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত, এনজিও এবং অ-মুনাফাভোগী প্রতিষ্ঠানে তথা ব্যক্তিক, পারিবারিক, সামাজিক, ধর্মীয়, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের প্রতিটি ক্ষেত্রে আর্থিক লেনদেন লিখে রাখা, আর্থিক অবস্থা, লাভক্ষতি ও দেনা-পাওনা সম্পর্কে ধারণা দেওয়াই হিসাববিজ্ঞানের উদ্দেশ্য।

তথ্য প্রযুক্তি ও মুক্ত বাজার অর্থনীতির কারণে পৃথিবী এখন 'গ্লোবাল ভিলেজ'-এর আকৃতি ধারণ করেছে। প্রতিযোগিতামূলক ও গতিময় বিশ্বের প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের জন্য আর্থিক কর্মকান্ডের লিখন, প্রক্রিয়াকরণ ও তথ্য পরিবেশনে হিসাববিজ্ঞানের উপযোগিতা ক্রমেই বাড়ছে। শুধু তাই নয় হিসাববিজ্ঞানের প্রয়োগ ক্ষেত্রেও সংযোজিত হচ্ছে নতুন মূলনীতি, পদ্ধতি, সূত্র ও কৌশল। মালিক, বিনিয়োগকারী, দেনাদার, পাওনাদার, ছাত্র, গবেষক, সরকার, সংবাদ মাধ্যম, কর কর্তৃপক্ষ ইত্যাদিকে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা, দেনাপাওনা, লাভক্ষতি, সম্পত্তি, মূলধন সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানতে হয়। তথ্যগুলো অবশ্যই প্রাসঙ্গিক, বিশ্বাসযোগ্য, নিরপেক্ষ, সময়োপযোগী, সামঞ্জস্যপূর্ণ, বস্তুনিষ্ঠ, তুলনামূলক ও বোধগম্য হওয়া

প্রয়োজন। এই সমস্ত তথ্য সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ ও সরবরাহই হিসাববিজ্ঞানের প্রধান কাজ। কম্পিউটার আবিষ্কার ও প্রয়োগের ফলে হিসাববিজ্ঞানের কলাকৌশল ও প্রযুক্তিগত উন্নতি সাধিত হয়েছে। যদিও হিসাববিজ্ঞানের ভিত্তি দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি যা ১৪৯৪ সালে ইতালীর ভেনিস শহরে লুকা প্যাসিওলি (Luca Pacioli) কর্তৃক প্রথম প্রবর্তিত হয়।

হিসাববিজ্ঞানের সংজ্ঞা (Definition of Accounting)

হিসাববিজ্ঞান শব্দটি 'হিসাব' ও 'বিজ্ঞান' শব্দ দুটির সম্মিলিত রূপ। আভিধানিক অর্থে হিসাব বলতে গণনা বুঝায়। পারিভাষিক হিসাব বলতে অর্থের দ্বারা পরিমাপযোগ্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি, দায় ও আয়-ব্যয় সংক্রান্ত লেনদেনের বিবরণকে বুঝায়। অন্যদিকে বিজ্ঞান বলতে কোন বিষয়ে সুসংবদ্ধ ও সুশৃংখল জ্ঞানকে বুঝায়। সুতরাং **ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের আর্থিক লেনদেন সুশৃংখলভাবে লিপিবদ্ধকরণ, সংরক্ষণ, আর্থিক ফলাফল ও অবস্থা নির্ণয় এবং বিশ্লেষণ করার সুসংবদ্ধ জ্ঞানকে হিসাববিজ্ঞান বলে।**

এবার আসুন খ্যাতনামা হিসাববিদ ও সংস্থা হিসাববিজ্ঞানের সংজ্ঞা কিভাবে দিয়েছেন তা নিয়ে আলোচনা করি।

A. W. Johnson এর মতে, *"অর্থের মাপকাঠিতে পরিমাপযোগ্য ব্যবসায়িক লেনদেনসমূহের সংগ্রহ, সংরক্ষণ, সুসংবদ্ধ লিপিবদ্ধকরণ, আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ ও বিশ্লেষণ ও বিশদ ব্যাখ্যাকরণকে হিসাববিজ্ঞান বলে। এ সকল প্রতিবেদন থেকে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ ব্যবসার পরিচালকগণকে ভবিষ্যত ব্যবসা পরিচালনা বিষয়ে নির্দেশ দিয়ে থাকে।"*

Prof. H. Chakrabarty বলেন, *"হিসাববিজ্ঞান হল স্থির ও গতিময় রীতিতে সম্পদ পরিমাপের একটি বিজ্ঞান যা অবরোহ পদ্ধতির প্রায়োগিক ও সামাজিক নিয়মে গৃহীত তথ্য, নীতি, মতবাদ ও নিয়মাবলীর আওতায় আর্থিক লেনদেন লিপিবদ্ধকরণ, শ্রেণীবদ্ধকরণ, সংক্ষিপ্তকরণ ও আর্থিক অবস্থার সামগ্রিক বিচার বিশ্লেষণ করে থাকে।"*

American Accounting Association (AAA) -এর সংজ্ঞাটি সর্বাধুনিক ও উল্লেখযোগ্য : *"তথ্য ব্যবহারকারীগণের তথ্য নির্ভর বিচার ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তার জন্য যে প্রক্রিয়ায় অর্থনৈতিক তথ্য নির্ণয়, পরিমাপ ও সরবরাহ করা হয় তাকে হিসাববিজ্ঞান বলে।"*

অতএব হিসাববিজ্ঞান হল এমন একটি কলাকৌশল বিশিষ্ট সামাজিক বিজ্ঞান যার সাহায্যে স্বীকৃত রীতিনীতি অনুসারে ব্যবসায়ী, অব্যবসায়ী ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের সকল প্রকার আর্থিক লেনদেনসমূহকে প্রকৃতি ও তারিখ অনুসারে সুসংবদ্ধভাবে লিপিবদ্ধকরণ, সংরক্ষণ, শ্রেণীবদ্ধকরণ ও সংক্ষেপণ এবং বিশ্লেষণের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আয়-ব্যয়, লাভ-ক্ষতি, সম্পত্তি-দায় ইত্যাদির বিবরণ প্রস্তুত ও বাখ্যা করা যায় এবং ব্যবস্থাপনা, বিনিয়োগকারী ও অন্যান্য আগ্রহী পক্ষকে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করে পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করা সম্ভব হয়।

হিসাববিজ্ঞানের উদ্দেশ্য (Objective of Accounting)

হিসাববিজ্ঞান একটি সেবামূলক কর্মকান্ড। এর উদ্দেশ্য বহুবিধ। মূলত: প্রতিষ্ঠানের সংঘটিত লেনদেন হিসাবভুক্তকরণ, ফলাফল ও আর্থিক অবস্থা নির্ণয় এবং মূল্যায়ন ও বিশ্লেষণ সংক্রান্ত তথ্য স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষকে সরবরাহ করাই হিসাববিজ্ঞানের প্রধান উদ্দেশ্য। নিম্নে হিসাববিজ্ঞানের উদ্দেশ্যগুলো সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো-

১. **আর্থিক লেনদেনের স্থায়ী হিসাব সংরক্ষণ ঃ** প্রতিদিনের অসংখ্য লেনদেন দীর্ঘকাল মনে রাখা সম্ভব নয়। তাছাড়া আর্থিক ফলাফল নির্ণয়ের জন্যও লেনদেন লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন। তাই হিসাববিজ্ঞানের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো আর্থিক লেনদেন জাবেদায় ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ করা এবং পরে স্থায়ীভাবে খতিয়ানে হিসাব সংরক্ষণ করা।

২. **কার্যক্রমের ফলাফল নির্ণয় ঃ** নির্দিষ্ট সময় পর মালিক ও অন্যান্য স্বার্থ সংশ্লিষ্ট পক্ষ প্রতিষ্ঠানের আর্থিক কার্যক্রমের ফলাফল জানতে চায়। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের জন্য লাভ-লোকসান হিসাব ও অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের জন্য আয়-ব্যয় হিসাব প্রস্তুত করে আর্থিক কার্যক্রমের ফলাফল নির্ণয় করা হিসাববিজ্ঞানের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।

৩. **প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা নিরূপণ ঃ** আর্থিক অবস্থা নিরূপণ করা হিসাববিজ্ঞানের আর একটি প্রধান উদ্দেশ্য। প্রতিষ্ঠানের দায়-দেনা, মূলধন, চলতি সম্পত্তি, স্থায়ী সম্পত্তি ইত্যাদির পরিমাণ নির্ধারণ করার জন্য হিসাব বৎসর শেষে নির্দিষ্ট দিনে উদ্বৃত্তপত্র (Balance sheet) প্রস্তুত করা হয়। আর্থিক বিবরণীর এই অংশ আর্থিক অবস্থা নির্দেশ করে।

৪. **কার্যক্রম মূল্যায়ন ও নীতি নির্ধারণ ঃ** আর্থিক বিবরণীসমূহের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যাকরণ এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম মূল্যায়নে ও নীতি নির্ধারণে ব্যবস্থাপনাকে সহায়তা করা হিসাববিজ্ঞানের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।

৫. **কার্যক্রম ও দেনাপাওনা সম্পর্কে অবহিতকরণ ঃ** দৈনন্দিন লেনদেন, ক্রয়বিক্রয় ও দেনাপাওনা সম্পর্কে অবহিত করা হিসাববিজ্ঞানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য।

৬. **হিসাববিজ্ঞানের শুদ্ধতা যাচাইকরণ ঃ** প্রতিটি লেনদেন দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি অনুসারে লিপিবদ্ধ করা হয়। হিসাবের গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই করার উদ্দেশ্যে রেওয়ামিল প্রস্তুত করা হয়।

৭. **হিসাববিজ্ঞানে ভুল ও জালিয়াতি উদ্‌ঘাটন ঃ** সংরক্ষিত হিসাবসমূহের নিরীক্ষার মাধ্যমে ভুল ও জালিয়াতি উদ্‌ঘাটন ও প্রতিরোধ হিসাববিজ্ঞানের উদ্দেশ্য।

৮. **কর নির্ধারণ ঃ** হিসাববিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হলো সুষ্ঠুভাবে হিসাব সংরক্ষণের মাধ্যমে আয়কর, VAT ও অন্যান্য কর নির্ধারণ কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করা।

৯. **আইনগত বিধি নিষেধ পালন ঃ** সব ধরনের প্রতিষ্ঠানকে আইনগত বিধি-নিষেধ মেনে চলার জন্য সঠিকভাবে হিসাব সংরক্ষণ করতে হয়। অংশিদারী, কোম্পানি, বাণিজ্য, আয়কর, সিকিউরিটি ও এক্সচেঞ্জ ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের আইনের জন্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে সঠিকভাবে হিসাব রাখতে হয়।

১০. **মূল্যবোধ ও জবাবদিহিতা সৃষ্টি ঃ** হিসাববিজ্ঞানের অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে উন্নত মূল্যবোধ জাগ্রত করা এবং হিসাবে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।

হিসাববিজ্ঞানের পরিধি (Scope of Accounting)

হিসাববিজ্ঞানের আওতা বা পরিধি শুধুমাত্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের লেনদেনসমূহের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং সকল শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান, এমনকি ব্যক্তি ও পারিবারিক পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত। যেখানেই আর্থিক লেনদেন সংঘটিত হয় সেখানেই হিসাববিজ্ঞান প্রয়োজন। অতএব হিসাববিজ্ঞানের পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। হিসাববিজ্ঞানের কার্যক্ষেত্র বা পরিধি সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো ঃ

১. **ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে ঃ** প্রত্যেক ব্যক্তি বিভিন্ন কাজ ও লেনদেন থেকে অর্থ উপার্জন করে এবং পারিবারিক কল্যাণে ব্যয় করে। এই আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণের জন্য হিসাববিজ্ঞানের নীতি ও পদ্ধতি প্রয়োজন হয়।

২. **ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে ঃ** ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য হল মুনাফা অর্জন। মুনাফা অর্জিত হয়েছে কিনা ও আর্থিক অবস্থা জানার জন্য হিসাববিজ্ঞানের প্রয়োগ অপরিহার্য। তাছাড়া ব্যবসায়ের কার্যক্রম মূল্যায়ন, নিয়ন্ত্রণ ও সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রেও হিসাববিজ্ঞানের সাহায্য প্রয়োজন।

৩. **অব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে ঃ** স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, মন্দির, ক্লাব, সমিতি, হাসাপাতাল, পাবলিক লাইব্রেরি, এনজিও, সমবায় সমিতি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে আর্থিক লেনদেন সংঘটিত হয়। ফলে এ সব প্রতিষ্ঠানেও হিসাববিজ্ঞান দরকার।

৪. **সরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্য ঃ** সরকারের বিভিন্ন বিভাগ, মন্ত্রণালয়, অফিস আদালত, রাষ্ট্রীয় সংস্থা, কর্পোরেশন, আধাসরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা ইত্যাদির সুষ্ঠু হিসাব সংরক্ষণের জন্য হিসাববিজ্ঞানের নীতিও পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়।

৫. **পেশাজীবিদের জন্য ঃ** চার্টার্ড একাউটেন্ট, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, কর উপদেষ্টা, কনসালটেন্ট, এ্যাডভোকেট ইত্যাদি পেশার ব্যক্তিরা আয়-ব্যয়ের সঠিক হিসাব সংরক্ষণ ও কর নির্ধারণের জন্য হিসাববিজ্ঞান প্রয়োগ করে।

বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ধরন ও আয়তন পরির্তন হচ্ছে। ব্যবসার জটিলতা বাড়ছে এবং সেসাথে প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ছে। তথ্য প্রযুক্তি ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি এবং স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা বৃদ্ধির ফলে হিসাববিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা বাড়ছে। তাই হিসাববিজ্ঞানের পরিধিও ব্যাপকতর হচ্ছে। বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে হিসাববিজ্ঞানের বিশেষ বিশেষ শাখার উদ্ভব ঘটেছে। নিম্নে হিসাববিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হল ঃ

আর্থিক হিসাববিজ্ঞান (Financial Accounting)
কোন প্রতিষ্ঠানের আর্থিক লেনদেনসমূহ লিবিপদ্ধ করে নির্দিষ্ট সময় অন্তর ফলাফল ও আর্থিক অবস্থা নির্ণয় করা আর্থিক হিসাববিজ্ঞানের প্রধান কাজ। এই উদ্দেশ্যে, বিভিন্ন আর্থিক বিবরণী, প্রতিবেদন ও বিবৃতি প্রস্তুত করে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহকে সরবরাহ করে।

ব্যবস্থাপনা হিসাববিজ্ঞান (Management Accounting)
প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনাকে দৈনন্দিন সিদ্ধান্ত গ্রহণ, ভবিষ্যত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করা হিসাববিজ্ঞানের এই শাখার কাজ।

নিরীক্ষাশাস্ত্র (Auditing)
আর্থিক লেনদেনসমূহ লিপিবদ্ধকরণ, আর্থিক প্রতিবেদন ও বিবরণী প্রস্তুতকরণ সঠিকভাবে সম্পন্ন হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করে ভুল ও জালিয়াতি উদঘাটন করা ও প্রতিরোধ করা হিসাবিজ্ঞানের এই শাখার কাজ। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই সনদপ্রাপ্ত পেশাদারী একাউনটেন্ট স্বাধীনভাবে নিরীক্ষা কার্য সম্পাদন করেন।

উৎপাদন ব্যয় হিসাববিজ্ঞান (Cost Accounting)
উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত পণ্য বা সেবার উৎপাদন ব্যয় নির্ধারণ, বিশ্লেষণ ও নিয়ন্ত্রণ উৎপাদন ব্যয় হিসাববিজ্ঞানের প্রধান কাজ।

কর হিসাববিজ্ঞান (Tax Accounting)
প্রতিষ্ঠানের নির্দিষ্ট সময় পর আয়কর ও অন্যান্য কর নির্ধারণ ও বিভিন্ন লেনদেনের উপর করের প্রভাব সম্পর্কে ব্যবস্থাপনাকে অবহিত করা কর হিসাববিজ্ঞানের প্রধান কাজ।

সরকারি ও অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের হিসাববিজ্ঞান (Accounting for Government and Non-trading Concern)
এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান থেকে পৃথক। মুনাফা অর্জন এগুলোর উদ্দেশ্য নয় বরং উদ্দেশ্য হল সেবা প্রদান করা। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের লেনদেনসমূহ লিবিপদ্ধ করে হিসাববিরণী প্রস্তুত করাই হিসাববিজ্ঞানের এই শাখার কাজ।

সামাজিক হিসাববিজ্ঞান (Social Accounting)
হিসাববিজ্ঞানের একটি নতুন চিন্তাধারার নাম সামাজিক হিসাববিজ্ঞান। সামাজিক কর্মকান্ডের আয় ও ব্যয় নির্ণয় এই হিসাববিজ্ঞানের কাজ। যেমন- সরকার একটি রাস্তা তৈরী করে। এই পদক্ষেপের ব্যয় কত এবং এর দ্বারা কত মানুষ উপকৃত হল ও তার মূল্য নির্ধারণ সামাজিক হিসাববিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। জাতীয় আয়-ব্যয় নির্ধারণের ক্ষেত্রেও এই শাস্ *ব্যবহার করা যায়।*
চিত্রের সাহায্যে হিসাববিজ্ঞানের পরিধি দেখানো হলো ঃ

- মানব সম্পদ হিসাববিজ্ঞান (Human Resource Accounting) বর্ণনা ঃ

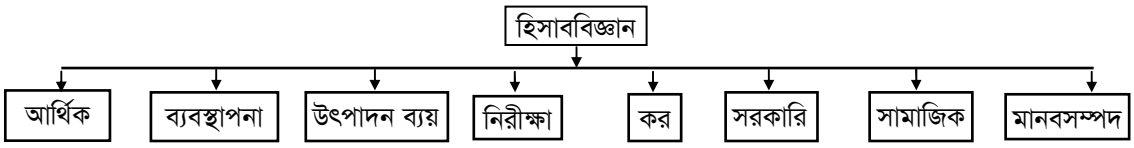

পাঠ সংক্ষেপ

- যে শাস্ত্র আর্থিক লেনদেন লিপিবদ্ধ, শ্রেণীবদ্ধ ও সংক্ষিপ্তকরণ এবং ফলাফল ও আর্থিক অবস্থা নির্ণয় ও বিশ্লেষণের কলাকৌশল শিক্ষা দেয় তাকে হিসাববিজ্ঞান বলে।
- প্রতিষ্ঠানের হিসাব সংরক্ষণ, ফলাফল ও আর্থিক অবস্থা নির্ণয় ও সংশ্লিষ্ট পক্ষকে তথ্য পরিবেশন হিসাববিজ্ঞানের প্রধান উদ্দেশ্য।
- হিসাববিজ্ঞানের পরিধি ব্যক্তি, পরিবার, ব্যবসায়, অ-ব্যবসায়ী ও সরকারি প্রতিষ্ঠান পর্যন্ত বিস্তৃত। আধুনিক যুগের ব্যবসায়িক প্রয়োজনে হিসাববিজ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত হচ্ছে এবং নতুন নতুন শাখার উদ্ভব হচ্ছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ১.১

নৈর্ব্যক্তিকপ্রশ্ন ঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

১। হিসাববিজ্ঞান হলো-
ক. বিজ্ঞানের অগ্রগতি হিসাব রাখা খ. জাবেদা ও খতিয়ান লেখন নিশ্চিত করা
গ. ব্যবসায়িক লেনদেনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা
ঘ. লেনদেন লিবিপদ্ধ ও বিশ্লেষণ করে ফলাফল ও আর্থিক অবস্থা নির্ণয় করা

২। হিসাববিজ্ঞানের প্রধান উদ্দেশ্য হলো-
ক. পণ্য ও সেবা উৎপাদন করা খ. লাভ-লোকসান নির্ণয় করা
গ. আর্থিক অবস্থা নির্ণয় করা ঘ. দেনা-পাওনা অবহিতকরণ

৩। আর্থিক লেনদেন লিপিবদ্ধ করে ফলাফল ও আর্থিক অবস্থা নির্ণয়ের কাজকে বলা হয়-
ক. হিসাববিজ্ঞান খ. হিসাব বিশ্লেষণ
গ. হিসাব সংরক্ষণ ঘ. হিসাব লিপিবদ্ধকরণ

৪। প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা নির্ণয়ের জন্য কোন্ আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করা হয় ?
ক. উৎপাদন বিবরণী খ. আয় বিবরণী
গ. ক্রয়-বিক্রয় বিবরণী ঘ. উদ্বৃত্ত পত্র

৫। তথ্যের অভ্যন্তরীণ ব্যবহারকারীরা হলো-
ক. ব্যবস্থাপক, কর্মী ইত্যাদি খ. মালিক, বিনোয়োগকারী ইত্যাদি
গ. পাওনাদার, দেনাদার ইত্যাদি ঘ. কর কর্তৃপক্ষ, শেয়ার বাজার ইত্যাদি

৬। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রস্তুত করে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহকে সরবরাহ করা-
ক. আর্থিক হিসাববিজ্ঞানের কাজ খ. উৎপাদন ব্যয় হিসাববিজ্ঞানের কাজ
গ. ব্যবস্থাপনা হিসাববিজ্ঞানের কাজ ঘ. সামাজিক হিসাববিজ্ঞানের কাজ

৭। কোনটি হিসাববিজ্ঞানের আওতাধীন নয়-
ক. পারিবারিক হিসাব খ. অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের হিসাব
গ. কালোবাজারীর হিসাব ঘ. সামাজিক আয়-ব্যয়ের হিসাব

৮. হিসাববিজ্ঞান যে বিষয়ের উপর আলোকপাত করে তা হলো-
ক. আর্থিক লনদেন লিবিপদ্ধ ও শ্রেণীবদ্ধকরণ খ. আর্থিক ফলাফল ও আর্থিক অবস্থা নির্ণয়
গ. আর্থিক ফলাফল ও আর্থিক অবস্থা ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ ঘ. উপরের সবগুলোই

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১. হিসাববিজ্ঞান বলতে কি বুঝায়, এর উদ্দেশ্য কি?
২. হিসাববিজ্ঞানের উদ্দেশ্যসমূহ বর্ণনা করুন।
৩. হিসাববিজ্ঞানের পরিধি বর্ণনা করুন।
৪. 'হিসাববিজ্ঞানের পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক'- আলোচনা করুন।

পাঠ-২

হিসাববিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা ও কার্যাবলী (Importance and Functions of Accounting)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- হিসাববিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারবেন
- হিসাববিজ্ঞানের কার্যাবলী আলোচনা করতে পারবেন।

সূচনা (Introduction)

ছোট, বড়, ব্যবসায়ী, অব্যবসায়ী, সরকারি, বেসরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্বশাসিত ইত্যাদি সব ধরনের প্রতিষ্ঠানেই আর্থিক লেনদেন লিপিবদ্ধকরণ, ফলাফল ও আর্থিক অবস্থা নির্ণয় এবং ফলাফল ও আর্থিক অবস্থার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের জন্য হিসাববিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এ সব প্রতিষ্ঠানের মালিক, ব্যবস্থাপনা, কর্মচারী, সরকার, পাওনাদার, দেনাদার, ব্যাংকার, বিনিয়োগকারী, ভোক্তা, গবেষক ও অন্যান্য স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহ প্রতিষ্ঠানের ফলাফল, আর্থিক অবস্থা ও অন্যান্য তথ্য জানতে আগ্রহী। এসব তথ্য সংগ্রহ প্রস্তুত ও পরিবেশন হিসাববিজ্ঞানের প্রধান কাজ।

হিসাববিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা (Importance of Accounting)

কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের ফলাফল নিরূপণ, গতি প্রকৃতি নির্ধারণ, আর্থিক অবস্থা নিরূপণ ও ব্যবস্থাপনার সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য হিসাববিজ্ঞানের সাহায্য অতি অপরিহার্য। নিম্নে হিসাববিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো ঃ

১। **স্থায়ী হিসাব সংরক্ষণ ঃ** প্রতিদিন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে অনেক লেনদেন সংঘটিত হয় যার বিবরণ অনেক দিন পর্যন্ত মনে রাখা সম্ভব নয়। এ সব লেনদেন হিসাবের বইতে স্থায়ীভাবে লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষণ করার কলাকৌশল হিসাববিজ্ঞান শিক্ষা দেয়।

২। **প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ফলাফল নির্ণয় ঃ** ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য হলো মুনাফা অর্জন। এই উদ্দেশ্য কতটা অর্জিত হয়েছে নির্দিষ্ট সময় পর তা জানা প্রয়োজন। হিসাববিজ্ঞান আর্থিক লেনদেনের সুষ্ঠু হিসাব রেখে ও হিসাব কাজ শেষে আর্থিক বিবরণ প্রস্তুত করে ফলাফল নির্ণয় করে থাকে।

৩। **আর্থিক অবস্থা নিরূপণ ঃ** হিসাববিজ্ঞান কোন নির্দিষ্ট সময়ে প্রতিষ্ঠানের উদ্বৃত্তপত্র (Balance sheet) প্রস্তুত করে আর্থিক অবস্থা তথা মূলধন, দেন-পাওনা, চলতি সম্পদ, স্থায়ী সম্পদ, হাতে নগদ ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে সহায়তা করে।

৪। **ফলাফল ও আর্থিক অবস্থার তুলনা ঃ** প্রতিষ্ঠানের সঠিক কার্যক্রম গ্রহণ ও সম্প্রসারণ পরিকল্পনার জন্য এবং অন্যান্য প্রতিযোগী সংগঠনের ফলাফল ও আর্থিক অবস্থার তুলনামূলক পর্যালোচনার প্রয়োজন হয় যা হিসাববিজ্ঞানের সহায়তা ছাড়া সম্ভব নয়।

৫। **ভুল-জালিয়াতির উদঘাটন ও প্রতিরোধ ঃ** সঠিকভাবে হিসাব সংরক্ষণ করলে রেওয়ামিল প্রস্তুত করে হিসাবের গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই করা যায়। তাছাড়া নিরীক্ষাশাস্ *ভুল ও জালিয়াতি উদ্‌ঘাটন ও প্রতিরোধে সাহায্য করে।*

৬। **কর নির্ধারণ ঃ** সঠিক পদ্ধতিতে ও সুষ্ঠু হিসাব সংরক্ষণের মাধ্যমে হিসাববিজ্ঞান আয়কর, ভ্যাট, বিক্রয় কর ইত্যাদি নির্ধারণে সাহায্য করে।

৭। **ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ঃ** বিচ্যুতি বিশ্লেষণ, মান ব্যয়, বাজেটীয় নিয়ন্ত্রণ, দায়িত্ব (responsibility) হিসাব ইত্যাদি কৌশল ব্যবহার করে ব্যয় নিয়ন্ত্রণে হিসাববিজ্ঞান সহায়তা করে থাকে।

৮। **ব্যবস্থাপকীয় সিদ্ধান্ত গ্রহন ও পরিচালনা ঃ** ব্যবস্থাপনাকে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। হিসাববিজ্ঞান বিভিন্ন প্রতিবেদন ও বিবরণীর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। এই জন্য হিসাববিজ্ঞানকে ব্যবস্থাপনার সহায়ক বলা হয়।

৯। **প্রামাণ্য দলিল ঃ** সঠিকভাবে সংরক্ষিত দলিল প্রামাণ্য দলিল হিসেবে কাজ করে। বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি এড়ানো যায় এবং বিরোধ নিস্ত্তিতে *আদালতে প্রমাণপত্র হিসেবে* উপস্থাপন করা যায়।

১০। **মূল্য নির্ধারণ ঃ** সাধারণত পণ্য বা সেবার ব্যয়ের সাথে মুনাফা যোগ করে বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করা হয়। সঠিক হিসাব সংরক্ষণের মাধ্যমে পণ্য বা সেবার প্রকৃত ব্যয় ও মুনাফার হার নির্ণয় করে মূল্য নির্ধারণে হিসাববিজ্ঞান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

১১। **ঋণ গ্রহণ ঃ** ব্যবসায়ের প্রয়োজনে অনক সময় ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণ করতে হয়। ঋণদাতা আর্থিক বিবরণী বিশ্লেষণ করে ঋণ যোগ্যতা যাচাই করে। হিসাববিজ্ঞান যথার্থ আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করে ঋণ প্রাপ্তিতে সাহায্য করে।

১২। **সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহকে তথ্য পরিবেশন ঃ** সর্বোপরি হিসাববিজ্ঞান বিভিন্ন আর্থিক বিবরণী, প্রতিবেদন ও বিবৃতির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের সাথে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ভিতর ও বাইরের পক্ষসমূহকে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

হিসাববিজ্ঞানের কার্যাবলী (Functions & of Accounting)

কেবলমাত্র আর্থিক লেনদেন লিপিবদ্ধকরণ, কার্যক্রম নির্ণয় ও আর্থিক অবস্থা নিরূপণের মধ্যেই হিসাববিজ্ঞানের কাজ সীমিত নয়। বিবরণী ও অন্যান্য প্রতিবেদন বিশ্লেষণ করে তথ্য প্রস্তুতকরণ এবং উক্ত তথ্য মালিক, ব্যবস্থাপনা ও অন্যান্য স্বার্থ সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহকে পরিবেশন করাও হিসাববিজ্ঞানের কাজের আওতা। হিসাববিজ্ঞানের কার্যাবলীকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় যথা -

১। ঐতিহাসিক বা তত্ত্বাবধানমূলক কার্যাবলী ২। ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যাবলী

ঐতিহাসিক বা তত্ত্বাবধানমূলক কার্যাবলী (Historical/Supervisory Functions)

তত্ত্বাবধানমূলক কার্যাবলী বলতে যথাযথভাবে হিসাব রাখার মাধ্যমে ব্যবসায়ে ব্যবহৃত মালিকের মূলধন সংরক্ষণ ও লাভজনক ও কার্যকরী ব্যবহার নিশ্চিত করা বুঝায়। সুনির্দিষ্ট তত্ত্বাবধানমূলক কার্যাবলী নিম্নরূপ-

- সংঘটিত ঘটনা পর্যবেক্ষণ ও অর্থনৈতিক ঘটনা চিহ্নিতকরণ;
- আর্থিক ঘটনা টাকায় পরিমাপ ও লিপিবদ্ধকরণ;
- লেনদেনের শ্রেণীবিন্যাস ও স্থায়ী হিসাবভুক্তকরণ;
- হিসাবের উদ্বৃত্ত নির্ণয় ও সারসংক্ষেপ প্রস্তুতকরণ;
- হিসাবের সমন্বয় লিপিবদ্ধকরণ;
- আর্থিক বিবরণী ও প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ এবং;
- ফলাফল ও আর্থিক অবস্থা বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যাকরণ।

ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যাবলী (Managerial Functions)

ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যাবলী বলতে আর্থিক ও পরিসংখ্যানগত তথ্য সংগ্রহকরণ, লিপিবদ্ধকরণ, বিশ্লেষণকরণ এবং বিবরণী ও প্রতিবেদনের আকারে মালিক, ব্যবস্থাপক ও অন্যান্য স্বার্থ সংশ্লিষ্ট পক্ষমূহকে পরিবেশন করাকে বুঝায়। প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনের জন্য ব্যবস্থাপকদের পরিকল্পনা প্রণয়ন, নিয়ন্ত্রণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করা ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কার্যাবলীর আওতাভুক্ত। নিচে হিসাববিজ্ঞানের ব্যবস্থাপনাবিষয়ক কার্যাবলী বর্ণনা হলো-

ক. **তথ্য সংগ্রহ (Data collection) ঃ** তথ্য বলতে প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয়, লাভ-লোকসান, মূলধন, দায়-সম্পদ অতীত ও বর্তমান আর্থিক অবস্থা এবং ভবিষ্যত সম্ভাবনা সংক্রান্ত যাবতীয় উপাত্তকে বুঝায় যা ব্যবস্থাপনাকে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করে। হিসাববিজ্ঞানে তথ্য দু'রকমের হতে পারে যথা (i) নিয়মিত তথ্য ও (ii) বিশেষ তথ্য। হিসাববিজ্ঞানের নিয়মানুয়ায়ী সংরক্ষিত হিসাব ও আর্থিক বিবরণী থেকে প্রাপ্ত তথ্যকে নিয়মিত তথ্য বলে। হিসাববিজ্ঞানের কার্য প্রক্রিয়া থেকে এ সমস্ত তথ্য নিয়মিত সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য যে অতিরিক্ত তথ্য প্রয়োজন হয় যা মূলত: হিসাব থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে পাওয়া যায় তাকে বিশেষ তথ্য বলে। যেমন-নতুন পণ্য উৎপাদন, নতুন যন্ত্রপাতি ক্রয় ইত্যাদি।

তথ্য সংগ্রহ বলতে সংশ্লিষ্ট হিসাব ও পরিসংখ্যান সংক্রান্ত বিভিন্ন উপাত্ত সংগ্রহ করাকে বুঝায়। উপাত্ত দু'রকমের হতে পারে যথা-প্রাথমিক উপাত্ত ও মাধ্যমিক উপাত্ত। হিসাববিজ্ঞানের তথ্য দু'প্রকার উৎস থেকে সংগৃহীত হতে পারে যথা-(১) অন্তঃস্থ অর্থাৎ হিসাবের বই, আর্থিক বিবরণী ও প্রতিবেদন এবং (২) বহি:স্থ অর্থাৎ শেয়ার বাজার, বাণিজ্য সভা, কোম্পানি নিবন্ধকের কার্যালয়ে রক্ষিত হিসাবপত্র, গবেষণা পত্রিকা, অর্থনৈতিক ও পরিসংখ্যান সংস্থাসমূহের বিবরণী ও প্রতিবেদন।

খ) **তথ্য প্রস্তুতকরণ (Preparing information) ঃ** উপাত্ত সংগ্রহ করে ভালভাবে পরীক্ষা করতে হবে। ভুল-ত্রুটিপূর্ণ এবং অপ্রাসঙ্গিক উপাত্ত বাদ দিতে হবে। বাকি উপাত্তগুলো সময়, পরিমাণ ও ভৌগলিক অবস্থানের ভিত্তিতে শ্রেণীবিন্যাস ও বিশ্লেষণ করতে হবে। এরপর প্রাসঙ্গিক, সময়োপযোগী, বিশ্বাসযোগ্য, বস্তুনিষ্ঠ ও বোধগম্য উপাত্তসমূহ নিয়ে প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে হবে। এ সব প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সংগৃহীত উপাত্ত তথ্যে পরিণত হয়।

গ) তথ্য পরিবেশন **(Presentation of information)**
সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহকে সাধারণতঃ দু'ভাবে তথ্য পরিবেশন করা হয় ঃ

১) **নিয়মিত তথ্য পরিবেশন ঃ** বিভিন্ন প্রতিবেদন ও চিত্রের মাধ্যমে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিবেদন যথা- লাভ-লোকসান হিসাব, উদ্বৃত্তপত্র, নগদ প্রবাহ বিবরণী, কার্যকরী মূলধন প্রতিবেদন, অনুপাত বিশ্লেষণ প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়। চিত্র ঃ তথ্য চিত্র, রেখা চিত্র, বার চিত্র, পাই চিত্র ইত্যাদি।

২) **চাহিদা অনুযায়ী তথ্য পরিবেশন ঃ** তথ্য ব্যবহারকারীর প্রয়োজন ও নির্দেশনা অনুযায়ী তথ্য পরিবেশন করা হয়।

পাঠ-সংক্ষেপ

- ছোট, বড়, ব্যবসায়ী, অব্যবসায়ী সব ধরনের প্রতিষ্ঠানের আর্থিক লেনদেন লিপিবদ্ধকরণ ফলাফল ও আর্থিক অবস্থা নির্ণয় ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের এবং স্বার্থ সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহকে তথ্য পরিবেশনের জন্য হিসাববিজ্ঞান অতি প্রয়োজনীয়।
- হিসাববিজ্ঞান দু'ধরনের কার্যাবলী সম্পাদন করে যথা- তত্ত্বাবধানমূলক, হিসাব সংরক্ষণ ও প্রতিবেদন তৈরি এবং ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যাবলী তথা- তথ্য সংগ্রহ, প্রস্তুত ও পরিবেশনা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ১.২

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

১। হিসাববিজ্ঞান প্রক্রিয়ার প্রয়োজন কেন ?
ক. আর্থিক লেনদেনের হিসাব সংরক্ষণের জন্য
খ. প্রতিষ্ঠানের কার্যফল ও আর্থিক অবস্থা নির্ণয়ের জন্য
গ. ভুল ও জালিয়াতি উদঘাটন ও প্রতিরোধের জন্য
ঘ. উপরের সবগুলোর জন্যই।

২। কোনটির জন্য হিসাববিজ্ঞানের প্রয়োজন নেই-
ক. আর্থিক ফলাফল নিরূপণ
খ. আর্থিক অবস্থা নির্ণয়
গ. কর্মচারীদের বেতন নির্ধারণ
ঘ. সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহকে তথ্য সরবরাহ।

৩। হিসাববিজ্ঞানের কার্যাবলী দু'ধরনের যথাঃ
ক. হিসাব প্রণয়ন ও বিশ্লেষণ কার্যাবলী
খ. তত্ত্বাবধানমূলক ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যাবলী
গ. অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক কার্যাবলী
ঘ. হিসাব সংরক্ষণ ও আর্থিক কার্যাবলী।

৪। হিসাববিজ্ঞানের তত্ত্বাবধানমুলক কার্যাবলী বলতে বুঝায়-
ক. দায় ও সম্পত্তির তত্ত্বাবধান
খ. লেনদেন ও শ্রমের তত্ত্বাবধান
গ. প্রকৃত হিসাব সংরক্ষণ
ঘ. হিসাবের ফলাফল বিশ্লেষণ।

৫। কোনটি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত নয় ?
ক. আর্থিক ও পরিসংখ্যানগত তথ্য সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করা
খ. সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ ও শ্রেণীবদ্ধ করা
গ. আগ্রহী অন্ত:স্থ ও বহি:স্থ পক্ষকে তথ্য পরিবশেন করা
ঘ. প্রকৃত হিসাব সংরক্ষণ করা।

৬। কোনটি হিসাববিজ্ঞানের তথ্য নয় ?
ক. ব্যবস্থাপনার সদস্য ও দক্ষতা
খ. মোট ক্রয়-বিক্রয় ও আয়-ব্যয়
গ. বর্তমান আর্থিক অবস্থা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা
ঘ. লাভ-ক্ষতির পরিমাণ।

৭। হিসাববিজ্ঞান তথ্যের প্রকারভেদ হতে পারে-
ক. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক
খ. অন্ত:স্থ ও বহি:স্থ
গ. নিয়মিত ও অনিয়মিত
ঘ. সবগুলোই।

৮। কোন্‌টি হিসাববিজ্ঞান তথ্য প্রস্তুতের অন্তর্ভুক্ত ?
ক. সংগৃহীত উপাত্ত সময় ও ভৌগলিক অবস্থানের ভিত্তিতে শ্রেণীবদ্ধ করা
খ. উপযুক্ত বিশ্লেষণ করে তালিকাভুক্ত করা
গ. প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা প্রদান করা
ঘ. সবগুলোই।

৯। কিভাবে হিসাববিজ্ঞান তথ্য পরিবশেন করে ?
ক. বিভিন্ন প্রতিবেদনের মাধ্যমে
খ. চিত্রের মাধ্যমে
গ. তথ ব্যবহারকারীর চাহিদা ও নির্দেশনা অনুযায়ী
ঘ. সবগুলোই।

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১। হিসাববিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন।
২। হিসাববিজ্ঞানের কার্যাবলী বর্ণনা করুন।

পাঠ-৩ মূল্যবোধ ও জবাবদিহিতা সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় হিসাববিজ্ঞানের ভূমিকা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- মূল্যবোধ ও ব্যবসায় মূল্যবোধ কি তা বলতে পারবেন
- মূল্যবোধ সৃষ্টির ক্ষেত্রে হিসাববিজ্ঞানের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- জবাবদিহিতা সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় হিসাববিজ্ঞানের ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন।

সূচনা (Introduction)

ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের শান্তিশৃংখলা উন্নতির জন্য ভালকে গ্রহণ বা অনুসরণ এবং মন্দকে বর্জন বা পরিহার করে চলার নীতিকে মূল্যবোধ বলা হয়। ব্যবসায় কার্যক্রম মানব কল্যাণের জন্য পরিচালনা করার মাধ্যমে ব্যক্তি কল্যাণ সাধন করা ব্যবসায়িক মূল্যবোধ। আর্থিক ও সামাজিক শৃংখলা প্রতিষ্ঠার জন্য মূল্যবোধ চর্চার প্রয়োজন অপরিহার্য। হিসাববিজ্ঞানের রীতিনীতি, পদ্ধতি, আদর্শ, উদ্দেশ্য ও কলাকৌশলের যথার্থ প্রয়োগের মাধ্যমে মানবিক অনুভূতি, সততা, নিয়মানুবর্তিতা, দায়িত্ববোধ ও জবাবদিহিতা সৃষ্টি করে মূল্যবোধকে সমুন্নত রাখতে হিসাববিজ্ঞান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

একজনের কর্মকান্ডের জন্য অন্যের নিকট দায়বদ্ধতা প্রকাশ করাকে জবাবদিহিতা বলা হয়। সমাজবদ্ধ মানুষ প্রত্যেকেই কারো না কাছে কারো দায়বদ্ধ তথা জবাবদিহি করতে হয়। হিসাববিজ্ঞানের নীতিমালায় আর্থিক কার্যক্রমের জবাবদিহিতার প্রয়োজন রয়েছে। ব্যয় ও কর্মকান্ডের জবাবদিহিতার জন্য বাজেটীয় নিয়ন্ত্রণ, মানব্যয়, দায়িত্ব হিসাববিজ্ঞান (Responsibility Accounting) ও ফলাফল মূল্যায়ন কৌশল ব্যবহার করা হয়।

মূল্যবোধ সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় হিসাববিজ্ঞানের ভূমিকা (Role of Accounting in developing values) ঃ

মানুষের মনন ও মানসিকতার সূক্ষ্ম অনুভূতিকে মূল্যবোধ বলে। মূলতঃ ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের শান্তি, শৃংখলা ও উন্নতি সাধনের জন্য ভালকে গ্রহণ বা অনুসরণ এবং মন্দকে বর্জন বা পরিহার করে চলার নীতিকে মূল্যবোধ বলা হয়। কু-প্রবৃত্তিকে পরিহার করে সুপ্রবৃত্তিকে প্রতিষ্ঠা করাই মূল্যবোধের কাজ। শিক্ষা ও সংস্কৃতি, আচার ও আচরণ, ধর্মীয় বিশ্বাস ও অনুশাসন, সামাজিক পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতা ইত্যাদি মূল্যবোধের উন্মেষ ঘটাতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। প্রত্যেক মানুষের মূল্যবোধ একই রকম হয় না। সমাজে কিছু মানুষ রয়েছেন যাঁদের মূল্যবোধ বলিষ্ঠ ও সমুন্নত।

আধুনিক যুগে ব্যবসায় ক্ষেত্রে মূল্যবোধ ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। প্রাচীন যুগে মুনাফা অর্জনই ছিল মুখ্য তাই ব্যবসায়ে মূল্যবোধের গুরুত্ব ছিল না। কিন্তু বর্তমানে এমনভাবে ব্যবসায় পরিচালনা করতে হয় যাতে জনকল্যাণ ও ক্রেতা সন্তুষ্টির মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করা যায়। কিন্তু শ্রম নিষিদ্ধ করা, শ্রমিকদের ন্যায্য পারিশ্রমিক প্রদান, দৈনিক কর্মসীমা নির্ধারণ, তাদের শিক্ষা, বাসস্থান, প্রশিক্ষণ, চিত্তবিনোদন ইত্যাদির উপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এরূপ চিন্তা চেতনার মধ্য দিয়ে আধুনিক বিশ্বে ব্যবসায়িক মূল্যবোধ গুরুত্ব পাচ্ছে।

মূল্যবোধের অবক্ষয়ের ফলে সামাজিক আচার-আচরণ, রীতিনীতি, আইন-কানুন, ধর্মীয় ও সামাজিক বিধি নিষেধগুলো বিপর্যয়ের সম্মুখীন হচ্ছে। এমতাবস্থায় হিসাববিজ্ঞানের রীতিনীতি, পদ্ধতি, আদর্শ, উদ্দেশ্য ও কলাকৌশলের যথার্থ প্রয়োগের মাধ্যমে মানবিক অনুভূতি, সততা, নিয়মানুবর্তিতা, দায়িত্ববোধ ও জবাবদিহিতা সৃষ্টি করে মূল্যবোধ সমুন্নত রাখতে হিসাববিজ্ঞান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

মূল্যবোধ সৃষ্টিতে হিসাববিজ্ঞানের ভূমিকা নিম্নে আলোচনা করা হলো-

১. **ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলায় প্রেরণা ঃ** সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও আর্থিক কর্মকান্ডের হিসাব নিকাশ করা একটি মানুষের ধর্মীয় কর্তব্য। হিসাব নিকাশে স্বচ্ছ কলাকৌশল ও রীতিনীতির মাধ্যমে হিসাববিজ্ঞান মানুষকে এরূপ কর্তব্য পালনে উৎসাহ দেয়।

২. **চরিত্র গঠনে প্রভাব ঃ** তারিখ অনুযায়ী সুষ্ঠভাবে লেনদেন লিপিবদ্ধকরণ ও ফলাফল নির্ণয় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হিসাববিচজ্ঞান মানুষকে হিসাব সচেতন করে তোলে। সেই সাথে নিয়মানুবর্তিতা, নিষ্ঠা ও রক্ষণশীলতার মত অমূল্য চারিত্রিক গুণাবলী অর্জনে সাহায্য করে।

৩. **মিতব্যয়ী ও সঞ্চয়ী হতে উৎসাহ প্রদান ঃ** মিতব্যয়িতা ও সঞ্চয়ের অভ্যাস মানুষের জন্য স্বচ্ছলতা আনে। হিসাববিজ্ঞান হিসাব সচেতন করার মাধ্যমে মানুষকে মিতব্যয়ী ও সঞ্চয়ী হওয়ার উৎসাহ দেয়।

৪. **আত্মবিশ্বাস ও আত্মনির্ভরশীলতা বাড়ানো ঃ** হিসাববিজ্ঞানের কলাকৌশল মানুষকে হিসাব সচেতন করে তোলে। আর হিসাব সচেতন মানুষ আত্মবিশ্বাস ও আত্মনির্ভরশীল হয় যা মানুষকে উন্নয়নমুখী হতে প্রেরণা যোগায়।

৫. **ঋণ পরিশোধে সচেতনতা বৃদ্ধি ঃ** হিসাববিজ্ঞান ঋণ গ্রহণের ও পরিশোধের ক্ষমতা বিবেচনা ও যাচাই করতে সাহার্য করে। ঋণ গ্রহীতা ঋণ খেলাপী হওয়ার সম্ভাবনা অনুভব করে যা পরোক্ষভাবে মূল্যবোধ সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে।

৬. **কালোবাজারী ও মজুতদারী নিরুৎসাহীত করণ ঃ** কালোবাজারে পণ্য ক্রয়বিক্রয় ও পণ্য মজুদের মাধ্যমে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে অর্জিত মুনাফার হিসাব নিকাশ হিসাববিজ্ঞানের মূলনীতি বিরোধী বিধায় হিসাববিজ্ঞান পরোক্ষভাবে মূল্যবোধ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

৭. **দূর্নীতি ও জালিয়াতি উদ্‌ঘাটন ও প্রতিরোধ ঃ** সুষ্ঠুভাবে হিসাব সংরক্ষণ করলে নিরীক্ষার মাধ্যমে দূর্নীতি পরায়ণ ব্যক্তিকে চিহ্নিত করে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। অন্যদিকে শাস্তি ও দূর্নামের ভয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অনিয়ম বা জালিয়াতি থেকে বিরত থাকে যা মূল্যবোধ সৃষ্টি করে।

৮. **ক্ষতিকর পণ্য নিরুৎসাহিত করণ ঃ** মদ, গাঁজা, আফিম, হেরোইন ও অন্যান্য ক্ষতিকর পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয় ধর্মীয়, আইনগত ও সামাজিকভাবে সমর্থিত নয়। হিসাববিজ্ঞান প্রচলিত আইন মেনে হিসাব তৈরী ও প্রকাশ করে বিধায় ঐ সমস্ত স্বার্থের হিসাব নিরুৎসাহিত করার মাধ্যমে মূল্যবোধ সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে।

জবাবদিহিতা সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় হিসাববিজ্ঞানের ভূমিকা (Roles of Accounting in Responsibility Creation Process) :

একজনের কর্মকান্ডের জন্য অন্যের নিকট দায়বদ্ধতা প্রকাশ করাকে জবাবদিহিতা বলা হয়। সমাজবদ্ধ মানুষের কৃতকর্মের ফলাফলের জন্য প্রত্যেককে পরোক্ষভাবে ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠানের কাছে জবাবদিহিতা করতে হয়। জবাবদিহিতা না থাকলে মানুষ স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠে। হিসাববিজ্ঞানের নীতিমালায় আর্থিক কর্মকান্ডের জবাবদিহিতার উত্তম ব্যবস্থা রয়েছে। অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের বিভিন্ন অঙ্গনে কর্মরত ব্যক্তিবর্গ এদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করছে কিনা হিসাব প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তা সার্বিকভাবে নিরূপণ করা যায় ফলে কর্মরত সংশ্লিষ্ট সকলের মধ্যে জবাবদিহিতার অনুভূতি সৃষ্টি হয়। নিম্নে হিসাববিজ্ঞানের জবাবদিহিতা সৃষ্টি প্রক্রিয়ার কতিপয় দিক বর্ণিত হলো ঃ

১। **ব্যয়ের জবাবদিহিতা ঃ** মান ব্যয় ও বাজেটীয় নিয়ন্ত্রণ কৌশল প্রয়োগ করে ব্যয় জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হয়। মান ব্যয় কৌশলে নির্দিষ্ট কর্মসূচীর জন্য মান ব্যয় নির্ধারিত হয়। প্রকৃত ব্যয় তার চেয়ে বেশি হলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বা কর্মচারী জবাবদিহি করতে বাধ্য হয়। আর বাজেটীয় নিয়ন্ত্রণ কৌশলে বছরের শুরুতে বাজেট প্রণয়ন করে বিভিন্ন বিভাগ বা ইউনিটকে বরাদ্দ জানিয়ে দেওয়া হয়। বাজেটের বেশী বা কম ব্যয় করার জন্য জবাবদিহি করতে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় এক ইউনিট পণ্য উৎপাদনের জন্য মান ব্যয় ২০ টাকা, যদি প্রকৃত ব্যয় ২৫ টাকা হয় তাহলে কৈফিয়ত তলব করা হবে এবং ব্যাখ্যা সন্তোষজনক না হলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে। অথবা একজন মানেজারের জন্য বছরে আপ্যায়ন খরচ বাবদ ৩৬,০০০ টাকা বাজেট বরাদ্দ দেওয়া হল। প্রকৃত খরচ যদি ৫০,০০০ টাকা হয় তাহলে অতিরিক্ত ১৪,০০০ টাকার জন্য জবাবদিহি করতে হবে।

২। **কর্মকান্ডের জবাবদিহিতা ঃ** দায়িত্ব হিসাববিজ্ঞান (Responsibility Accounting) কৌশল ব্যবহার করে কর্মকান্ডের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হয়। আধনিককালে সরকারি, বেসরকারি, স্বায়ত্বশাসিত ব্যবসায়ী ও অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের বিবিধ কাজ সম্পাদনের দায়িত্ব বিভিন্ন ব্যক্তির উপর ন্যস্ত থাকে। বিভিন্ন বক্তির মধ্যে অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালিত হয়েছে কিনা তা বিচার বিশ্লেষণে ও মূল্যায়নের জন্য দায়িত্ব হিসাববিজ্ঞানের উদ্ভব হয়েছে, যার মূখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে হিসাব প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মরত ব্যক্তিবর্গের জবাবদিহিতা চিহ্নিত করা এবং স্ব-স্ব কর্মক্ষেত্রে সচেতনতা, সততা ও নিয়মানুবর্তিতার ভাবধারা জাগ্রত করে অধিকতর তৎপরতা ও দক্ষতার সাথে কর্মসম্পাদনে অনুপ্রাণিত করা।

উদাহরণ ঃ একজন বিক্রয় ব্যবস্থাপককে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে জানুয়ারি মাসে ১০,০০০ একক বিক্রী করতে হবে। যদি তিনি ৮,০০০ একক বিক্রী করেন তাহলে তাঁকে ব্যাখ্যা দিতে হবে কেন ২,০০০ একক কম বিক্রী হয়েছে। ব্যাখ্যা সন্তোষজনক না হলে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হতে পারে।

পাঠ সংক্ষেপ

- ভালকে গ্রহণ ও মন্দকে পরিহার করাই হলো মূল্যবোধ। আর একজনের কাজের জন্য অন্যের কাছে দায়বদ্ধতা প্রকাশ হলো জবাবদিহিতা। সমাজের শান্তি শৃংখলা প্রতিষ্ঠা ও অগ্রগতির জন্য মূল্যবোধ ও জবাবদিহিতা অপরিহার্য। হিসাববিজ্ঞানের কলাকৌশল, নিয়মনীতি ও প্রক্রিয়া মানুষের মধ্যে হিসাব সচেতনতা গড়ে তোলে যা মূল্যবোধ ও জবাবদিহিতা সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ১.৩

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

১। মূল্যবোধ বলতে বুঝায়-
ক. মানুষের মনন ও মানসিকতার সূক্ষ্ম অনুভূতি খ. ভালকে গ্রহণ ও মন্দকে বর্জন করার নীতি
গ. কু-প্রবৃত্তির পরিহার ও সুপ্রবৃত্তির প্রতিষ্ঠা ঘ. সবগুলোই।

২। কোনটি মূল্যবোধের উন্মেষ ঘটায় না -
ক. ব্যক্তি স্বার্থের প্রাধান্য খ. শিক্ষা
গ. ধর্মীয় বিশ্বাস ঘ. পারিপার্শ্বিকতা।

৩। কোনটি ব্যবসায়িক মূল্যবোধ নয়-
ক. ক্রেতার সন্তুষ্টি খ. সামাজিক কল্যাণ
গ. শ্রমিকের চিত্তবিনোদন ঘ. অধিক মুনাফা অর্জন।

৪। হিসাববিজ্ঞান মানুষকে হিসাব সচেতন করে তোলে, ফলে- কোনটি হয় না ?
ক. চরিত্র গঠন খ. ঋণ পরিশোধে অনীহা সৃষ্টি
গ. আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি ঘ. ভুল, দূর্নীতি হ্রাস।

৫। জবাবহিদহিতা হলো-
ক. সততারসাথে কার্য সম্পাদন খ. আর্থিক কর্মকান্ডের সঠিক হিসাব রাখা
গ. কর্মকান্ডের জন্য অন্যের কাছে দায়বদ্ধতা প্রকাশ ঘ. কর্মক্ষেত্রে আচরণ বিধি মেনে চলা।

৬। কোন্‌টি জবাবদিহিতার ফল নয়?
ক. তৎপরতা বৃদ্ধি খ. দক্ষতার সাথে কার্য সম্পদন
গ. নিয়মানুবর্তিতা বৃদ্ধি ঘ. শ্রমের মূল্য বৃদ্ধি।

৭। কোন্‌টি জবাবদিহিতা সৃষ্টিতে হিসাববিজ্ঞানের কৌশল ?
ক. দায়িত্ব হিসাববিজ্ঞান খ. বাজেটীয় নিয়ন্ত্রণ
গ. মান ব্যয় ঘ. সবগুলোই।

৮। কোন ধরনের প্রতিষ্ঠানে হিসাববিজ্ঞান জবাবদিহিতা সৃষ্টি করে?
ক. ব্যবসায় খ. অব্যবসায়
গ. সরকারি ঘ. সবগুলোই।

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১. মূল্যবোধ কি? মূল্যবোধ সৃষ্টিতে হিসাববিজ্ঞানের ভূমিকা বর্ণনা করুন।

২. জবাবদিহিতা বলতে কি বুঝায়? কোন প্রতিষ্ঠানে জবাবদিহিতা সৃষ্টিতে হিসাববিজ্ঞানের ভূমিকা আলোচনা করুন।

পাঠ-৪ হিসাববিজ্ঞান ক্রমবিকাশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (Brief History of Evolution of Accounting)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- হিসাববিজ্ঞানের ক্রমবিকাশের ইতিহাস বর্ণনা করতে পারবেন
- হিসাববিজ্ঞানের ক্রমবিকাশে বিভিন্ন ব্যক্তির অবদান বর্ণনা করতে পারবেন

হিসাববিজ্ঞান ক্রমবিকাশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (Brief History of Evolution of Accounting)

হিসাববিজ্ঞানের ক্রমবিকাশের ইতিহাস মানব সভ্যতার ইতিহাসের মতই প্রাচীন। এর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে প্রায় চার হাজার বছর পূর্বেও হিসাব সংরক্ষণের প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রাচীন ব্যাবিলন, রোম, মিশর, মহেঞ্জোদারো প্রভৃতি সভ্যতায় হিসাব পদ্ধতির প্রচলন ছিল। সভ্যতার বিবর্তনের সাথে সাথে প্রয়োজনের তাগিদে হিসাবিজ্ঞান প্রক্রিয়াও ধাপে ধাপে পরিবর্তিত হয়েছে। সূচনা হতে আধুনিককাল পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায় ক্রমবির্তনের মধ্য দিয়ে কিভাবে হিসাববিজ্ঞান বর্তমান পর্যায়ে এসেছে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণকে চারভাগে ভাগ করা হলো-

১। উন্নয়ন কাল (Development period upto 1494)
২। প্রাক বিশ্লেষণ কাল (pre-explanatory period upto 1495-1800)
৩। বিশ্লেষণ কাল (Explanatory period - 1800-1950)
৪। আধুনিক কাল (Modern period 1950 on ward)

১। **উন্নয়নকাল ঃ** সভ্যতার শুরু থেকে ১৪৯৪ সালের পূর্ব পর্যন্ত এই কাল বিস্তৃত। প্রস্তর যুগ,প্রাচীন যুগ, বিনিময় যুগ ও মুদ্রা যুগ এই কালের অন্তর্ভুক্ত। এসব যুগে হিসাব ব্যবস্থা মানব সমাজে প্রচলিত থাকলেও তা ছিল অসম্পূর্ণ ও অপরিপক্ক। বিভিন্ন যুগের হিসাববিজ্ঞানের বিবর্তনের ইতিহাস নিম্নে উপস্থাপন করা হলো ঃ

ক) **প্রস্তর যুগ ঃ** এ যুগে মানুষ বনে, জঙ্গলে, পর্বতের গুহায় বাস করত। গাছের ফলমূল সংগ্রহ ও বন্য পশু শিকার করে তারা জীবিকা নির্বাহ করত। তারা কত ফলমূল সংগ্রহ ও পশু শিকার করত তা প্রয়োজন মত গাছের গায়ে, পর্বতের গুহায় অথবা পাথরে চিহ্ন দিয়ে হিসাব রাখত।

খ) **প্রাচীন যুগ ঃ** এ যুগে মানুষ সমাজ বদ্ধভাবে বসবাস শুরু করে। মানুষ এ যুগে দেয়ালে দাগ কেটে, রশিতে গিঁট বেধে হিসাব রাখত।

গ) **বিনিময় যুগ ঃ** মানুষের প্রয়োজন মিটানোর তাগিদে এ যুগে দ্রব্য বিনিময় শুরু হয়। এ সময়ে মানুষ মাটির ঘরের দেয়ালে ও দরজায় কপাটের অভ্যন্তর ভাগে রং দিয়ে দাগ কেটে হিসাব রাখত। আমাদের দেশে এখনও গ্রাম এলাকায় গোয়ালে বাঁশের কাঠিতে দাগ কেটে দুধের হিসাব রাখে।

ঘ) **মুদ্রা যুগ ঃ** সময়ের বিবর্তনে মুদ্রার ব্যবহার শুরু হয়। এ যুগে কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রসার ঘটে। মানুষ মুদ্রার আদান প্রদান ও অর্থনৈতিক লেনদেন পশুর চামড়া, গাছের পাতা, ছাল ইত্যাদিতে লিখে রাখতে শুরু করে।

২। **প্রাক-বিশ্লেষণ কাল (১৪৯৪-১৮০০) ঃ** এ সময়ে কৃষি, শিল্প, ব্যবসায় ও ব্যাংকিং ব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। সেই সাথে হিসাব ব্যবস্থায়ও এক বৈপ্লবিক মাত্রা সংযোজিত হয়। ইতালীর লুকা ডি প্যাসিওলি (Luca de Pacioli) নামক একজন পাদ্রি ১৪৯৪ সালে (Summa de Arithmatica, Geometria, Proportioni et proportionlita) নামক একটি বইয়ের De computies et seripturies অংশে তিনি দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতিতে লেনদেনের ডেবিট, ক্রেডিট নির্ণয় করে হিসাবে লিপিবদ্ধ করার প্রণালী উল্লেখ করেন। ঐ বইটির উপর ভিত্তি করে ইতালীকে হিসাববিজ্ঞানের জন্মস্থান এবং প্যাসিওলিকে হিসাববিজ্ঞানের জনক বলা হয়। পরবর্তীতে এই হিসাব পদ্ধতি বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয়তা অর্জন করে। আর এই দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতির উপর ভিত্তি করেই আধুনিক হিসাববিজ্ঞান প্রবর্তিত হয়েছে।

৩। **বিশ্লেষণ কাল (১৮০০-১৯৫০) ঃ** এ সময়ে শিল্প বিপ্লব, যৌথ মূলধনী ব্যবসায়ের উৎপত্তি, ব্যবসায় ও মালিকানার পৃথক স্বত্তার স্বীকৃতি, ব্যবহৃত পুঁজি সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা, কোম্পানী আইনের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণ ও শেয়ার মালিকদের স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা, বহুমুখী ও ব্যাপক উৎপাদন, শ্রমিক মালিক সম্পর্কের জটিলতা, বিপুল প্রতিযোগিতা, সরকারি নিয়ন্ত্রণ, অধিক মুনাফা অর্জনের আকাংখা ইত্যাদি হিসাববিজ্ঞানের উন্নয়ন ও বিশ্লেষণ কার্যে প্রভাব বিস্তার করে। ফলে হিসাববিজ্ঞানের বিভিন্ন রীতি ও নীতির উন্নয়ন ঘটে এবং বিভিন্ন দেশে পেশাদার হিসাববিজ্ঞানীদের সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সময় নিরীক্ষা শাস্ত্র, কর হিসাববিজ্ঞান, উৎপাদন ব্যয় হিসাববিজ্ঞান, সরকারি হিসাববিজ্ঞান ও সামাজিক হিসাববিজ্ঞানের উদ্ভব ঘটে।

৪। **আধুনিক কাল (১৯৫০-পরবর্তী) ঃ** বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মানব সভ্যতা ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে ব্যাপক ও দ্রুত পরিবর্তন ঘটেছে। ফলে হিসাববিজ্ঞানের আওতা ও কার্যাবলী সম্প্রসারিত হচ্ছে। ব্যবসায় সামাজিক ও আইনগত পরিবেশের সাথে সঙ্গতি রেখে এবং ব্যবস্থাপনার সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজনে জন্ম নিয়েছে ব্যবস্থাপনা হিসাববিজ্ঞান, বাজেটীয় নিয়ন্ত্রণ, দায়িত্ব হিসাববিজ্ঞান, মুদ্রাস্ফীতি হিসাববিজ্ঞান, মানব সম্পদ হিসাববিজ্ঞান, পরিবেশ হিসাববিজ্ঞান ইত্যাদি। তাছাড়া ১৯৭৩ সালে গঠিত হয়েছে আর্ন্তজাতিক হিসাব মান কমিটি, যার উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন দেশের পেশাদার হিসাববিদগণ পরিবেশের হিসাব মান ব্যবহার কল্পে ও হিসাব কার্যের মানোন্নয়নে নিয়োজিত আছেন।

হিসাববিজ্ঞান বর্তমানযুগে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে এ কথা বলা যায় না। ব্যবসা বাণিজ্যের জটিলতা, অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের নতুনত্ব ও নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে হিসাববিজ্ঞান বিষয়ে ক্রমবিবর্তন, সংস্কার ও উন্নয়ন চলছে এবং চলবে। হিসাববিজ্ঞান প্রক্রিয়ায় কম্পিউটার প্রযুক্তির ব্যবহার হিসাবরক্ষণ, তথ্য সংগ্রহ প্রস্তুত ও উপস্থাপনে এনে দিয়েছে নতুন মাত্রা। এভাবে পরিবর্তিত পরিস্থিতি ও চাহিদার প্রেক্ষিতে ক্রমশঃ হিসাববিজ্ঞানের বিকাশ ঘটতেই থাকবে।

হিসাববিজ্ঞানে ক্রমবিকাশের ধাপ

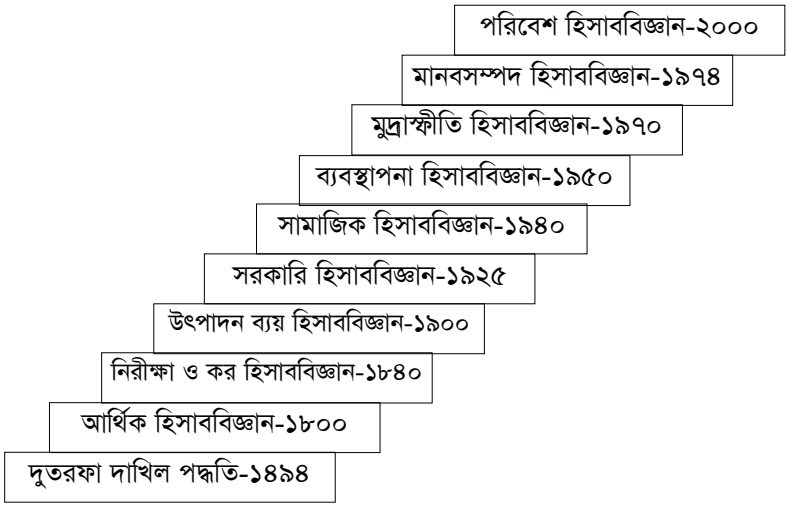

পাঠ সংক্ষেপ

- হিসাববিজ্ঞানের ইতিহাস অতি প্রাচীন। বিভিন্ন যুগ ও ধাপ পার হয়ে হিসাববিজ্ঞান আজকের পর্যায়ে এসেছে। ১৪৯৪ সালে লুকা প্যাসিওলি কর্তৃক আবিষ্কৃত দুতরফা দাখিলা পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে হিসাববিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ ঘটেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ১.৪

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

১। হিসাববিজ্ঞানের ইতিহাস হলো-
ক. সংগ্রামের ইতিহাস খ. ইতিহাসের হিসাব
গ. হিসাবের ইতিহাস ঘ. ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস।

২। হিসাববিজ্ঞানের জনক কে?
ক. জে আর বাটলিবর খ. আর এন কার্টার
গ. লুকা প্যাসিওলি ঘ. জর্জ আর টোরি।

৩। লুকা প্যাসিওলি যে বইটি লেখেন তার নাম-
ক. Principle of Double enty system
খ. Introduction to Accounting concepts.
গ. Summa De Arithmatica Geo metria proportioni et proportionlita
ঘ. Fundamentals of Accounting in the past.

৪। দুতরফা দাখিলা পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়-
ক. ১৯৪৯ সালে খ. ১৪৯৪ সালে
গ. ১৯৯৪ ঘ. ১৯৪৪ সলে।

৫। লুকা প্যাসিওলি দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতির উপর যে অনুচ্ছেদ লেখেন-
ক. De computies et seripturies খ. Reconing the proportion
গ. pathway to perfectives ঘ. Duadirnd costuma De Veritno.

৬। হিসাববিজ্ঞানের কোন শাখাটি আধুনিককালে উদ্ভাবিত?
ক. আর্থিক হিসাববিজ্ঞান খ. নিরীক্ষা ও কর হিসাববিজ্ঞান
গ. উৎপাদন ব্যয় হিসাববিজ্ঞান ঘ. ব্যবস্থাপনা হিসাববিজ্ঞান।

৭। কম্পিউটার প্রচলনে হিসাববিজ্ঞানের কাজ-
ক. বেড়েছে খ. কমেছে
গ. সহজ হয়েছে ঘ. একই রকম আছে।

৮। হিসাববিজ্ঞানের সংস্কার ও উন্নয়ন
ক. পরিপূর্ণতা লাভ করেছে খ. চলতেই থাকবে
গ. আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে ঘ. কোনটিই নয়।

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১। হিসাববিজ্ঞানের ক্রম বিবর্তনের ইতিহাস বর্ণনা করুন।

২। 'আধুনিক হিসাবিজ্ঞানের সংস্কার ও উন্নয়ন চলবেই' - আলোচনা করুন।

পাঠ-৫

হিসাববিজ্ঞানের ধারণা ও নীতিসমূহ (Accounting Concepts & Convention)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- হিসাববিজ্ঞানের ধারণা ও নীতিসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন
- হিসাববিজ্ঞানের ধারণা ও নীতিসমূহের প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবেন

সূচনা (Introduction)

মৌলিক কোন বিশ্বাস বা সাধারণভাবে প্রতিষ্ঠিত কোন অপরিবর্তণীয় সত্যকে নীতি বলা হয়। আবার কাজ সম্পাদনে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য সাধারণ নিয়ম বা ভিত্তিকে হিসাববিজ্ঞান নীতি বলে।

হিসাববিজ্ঞানকে ব্যবসার ভাষা বলা হয়। ভাষার মাধ্যমে যেমন মানুষ মনের ভাব প্রকাশ করে এবং ভাষাকে বোধগম্য ও ভাষার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার জন্য ব্যাকরণ মানতে হয়। তেমনি আর্থিক বিবরণীসমূহ ব্যবসার তথ্য প্রকাশ করে এবং এই তথ্য বা ভাষা সকলের কাছে একই অর্থবোধক ও নির্ভরযোগ্য করার জন্য কিছু নিয়মনীতি তথা ব্যাকরণ মানতে হয়। এগুলোকে সংক্ষেপে হিসাববিজ্ঞানের নীতিমালা বলা হয়।

হিসাববিজ্ঞানের লেখকগণ হিসাববিজ্ঞানের নীতিমালাকে ধারণা, প্রজ্ঞা, আচরণবিধি, নীতি ইত্যাদি নামে অভিহিত করেছেন। সহজে বুঝার উদ্দেশ্যে হিসাববিজ্ঞানের নীতিমালাকে ধারণা (concepts/assumptions) ও নীতি (Principles/Convention) এই দুটি ভাগে ভাগ করা হলো। এগুলো FASB (Financial Accounting Study Board) কর্তৃক স্বীকৃত ও GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) বলে গৃহীত।

ক. হিসাববিজ্ঞান ধারণা (Accounting Concepts) ঃ হিসাববিজ্ঞান সংক্রান্ত ধারণাগুলোকে মৌলিক নীতি হিসেবে বিবেচনা করা যায়। হিসাববিজ্ঞানে হিসাব সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের সুবিধার জন্য কতগুলো শব্দ, শব্দ সংক্ষেপ, পদ ও পদ সমষ্টি ব্যবহৃত হয়। এগুলো আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ও স্বত:সিদ্ধ বিষয়াবলী যাকে কেন্দ্র করে হিসাব সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদি সম্পাদন করা হয়। ধারণাগুলো সুষ্ঠু হিসাব সংরক্ষণের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সহায়ক। সুতরাং ধারণা হল এমন কতকগুলো সর্বজন স্বীকৃত ও স্বত:সিদ্ধ নিয়ম কানুন যার সাহায্যে হিসাববিজ্ঞান কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

হিসাববিজ্ঞানের ধারণাসমূহ (Accounting Concepts) ঃ

১. **সত্ত্বা ধারণা (Entity Concept) ঃ** এই ধারণা অনুযায়ী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে এর মালিক থেকে আলাদা সত্ত্বা বিবেচনা করা হয়। অর্থাৎ ব্যবসায় ও মালিক দুটি পৃথক সত্তার অধিকারী। ফলে মালিকদের আয়-ব্যয় প্রতিষ্ঠানের এবং প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয় মালিকের আয়-ব্যয় বলে ধরা হবে না। পৃথক সত্তা বলে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সম্পদের অধিকারী হতে পারে আবার দায়ও গ্রহণ করতে পারে। এই ব্যবসায় মালিককে পাওনাদার বিবেচনা করা হয় এবং মালিকদের সরবরাহকৃত অর্থ মূলধন হিসেবে দেখানো হয়। মূলধনের জন্য ব্যবসায়ের সম্পত্তি ও দায় উভয়ই সৃষ্টি হয়।

   কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যবসায়ের এই পৃথক সত্তা আইন দ্বারা স্বীকত। যেমন যৌথ মূলধনী ব্যবসায় কোম্পানী আইন দ্বারা গঠিত। এক মালিকানা ও অংশিদারী ব্যবসায় এই সত্তা আইন দ্বারা স্বীকৃত না হলেও বিশ্বব্যাপী প্রচলিত। ব্যবসায়ের সঠিক হিসাব পত্র রাখার জন্য এবং সঠিক লাভ-লোকসান নির্ণয়ের জন্য এ সত্তা খুবই প্রয়োজন। যেমন-মালিক যদি ব্যবসায় হতে টাকা নিয়ে পণ্য ক্রয় করে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে, সেই ক্রয় ব্যবসায়ের ক্রয় বলে ধরা যাবে না।

২. **চলমান প্রতিষ্ঠান ধারণা (Going Concern Concept) ঃ** এই ধারণা অনুযায়ী ব্যবসায় একটি চলমান প্রতিষ্ঠান এবং তা অনির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত চলবে। এ ধারণার আলোকে দীর্ঘ মেয়াদী আয় ও ব্যয়কে যথাক্রমে দায় ও সম্পত্তি বিবেচনা করে উদ্বৃত্তপত্রে দেখানো হয় এবং স্বল্পমেয়াদী আয় ও ব্যয়কে যথাক্রমে মুনাফা জাতীয় আয় ও ব্যয় ধরে লাভ-লোকসান হিসেবে দেখানো হয়। যেমন-ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান যদি কোন যন্ত্রপাতি ক্রয় করে তা যে বছর ক্রয় করা হয়েছে সেই বছরে খরচ না দেখানো হয় না। যেহেতু এর উপযোগ দীর্ঘদিন পাওয়া যাবে তাই এটিকে ক্রয়মূল্যে উদ্বৃত্তপত্রে দেখানো হবে। আবার যদি বেতন পরিশোধ করা হয় এর উপযোগ সংশ্লিষ্ট বছরে শেষ হবে বলে লাভ-লোকসান

হিসাবে দেখানো হবে। ব্যবসা প্রতিষ্ঠান দীর্ঘদিন চালু থাকবে এ উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এ ধারণা সামনে রেখেই প্রতিষ্ঠানের হিসাব নিকাশ করা যায়।

৩. **হিসাবনিকাশ ধারণা (Accounting Period/ Periodicity Concept) ঃ** ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে একটি চলমান সত্তা হিসাবে ধরা হয়। এই চলমান সত্তার অনির্দিষ্ট জীবনকাল শেষ হলে হিসাব নিকাশ করা হবে তা চিন্তা করা বাস্তবসম্মত নয়। কারণ নির্দিষ্ট সময় পরপর বিভিন্ন পক্ষ ব্যবসায়ের লাভ-লোকসান ও আর্থিক অবস্থা জানতে আগ্রহী। তাই ব্যবসায়ের সমস্ত সময়কালকে ছোট ছোট কালে ভাগ করা হয় যাকে হিসাবকাল বলে। এ হিসাবকালের লাভ-লোকসান ও আর্থিক অবস্থা নির্ণয় করা হিসাববিজ্ঞানের একটি রীতি যাকে হিসাবকাল ধারণা বলা হয়। প্রতিষ্ঠানের আয়ের উপাত্ত, কর প্রদান, শেয়ারহোল্ডারদের লভ্যাংশ প্রদান এবং ব্যবসার বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য পৃথক হিসাবকালে লাভ-লোকসান ও আর্থিক অবস্থা নির্ণয় প্রয়োজন। সাধারণত হিসাবকাল ১ বছর হয়। তবে প্রয়োজন অনুযায়ী ৬ মাস বা ৩ মাসও হতে পারে।

৪. **দ্বৈতসত্তা ধারণা (Dual Aspect Concept) ঃ** এ ধারণা মতে প্রতিটি লেনদেনে দুটি পক্ষ জড়িত থাকে। একপক্ষ সুবিধা গ্রহণ করে অন্য পক্ষ সুবিধা প্রদান করে। যেমন-নগদ টাকায় মেশিন ক্রয় করলে, মেশিন আসে এবং নগদ অর্থ চলে যায়। প্রতিটি লেনদেন পূর্ণাঙ্গরূপে হিসাবভুক্ত করতে হলে অবশ্যই দ্বৈত দাখিলা হতে হবে। অর্থাৎ প্রত্যেক গ্রহণকারীর (ডেবিট) বিপরীতে দাতা (ক্রেডিটর) থাকবে এবং উভয়ই হিসাবভুক্ত হবে। দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতির কাঠামো লেনদেনের এই দ্বৈতসত্তার উপর নির্ভরশীল। হিসাব সমীকরণ (সম্পত্তি = মূলধন+দায়) এর ভিত্তিতেও রয়েছে এই দ্বৈত সত্তা।

৫. **অর্থ মূল্য ধারণা (Money Measurement Concept) ঃ** সকল প্রকার ব্যবসায়িক লেনদেন অর্থের মাপকাঠিতে পরিমাপযোগ্য হতে হবে। লেনদেনের ফলে সম্পদ, দায়, ব্যয় ও আয়ের কি পরিবর্তন হয় তা প্রকাশের জন্য অর্থকে একক (unit) হিসেবে ধরা হয় এবং অর্থের পরিমাপে হিসাবভুক্ত করা হয়। যেমন ৫,০০০ টাকার পণ্য কয় করা হলো, বিদ্যুৎ বিল দেয়া হল ৫০০ টাকা, ১০,০০০ টাকায় পণ্য বিক্রয় করা হলো ইত্যাদি। এ সব লেনদেন অর্থ মূল্যে প্রকাশ করা না হলে হিসাববিজ্ঞানে তার কোন স্থান নেই। অর্থছাড়া অন্য কোন একক এ পর্যন্ত মাপকিাঠি হিসেবে গৃহীত হয় নাই। তাই অর্থকেই একমাত্র মাপকাঠি হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

৬. **ক্রয়মূল্য ধারণা (Cost Concept) ঃ** লেনদেন যে মূল্যে সংঘটিত হয় সেটিই ক্রয়মূল্য এবং ক্রয়মূল্যেই হিসাবভুক্ত করা হয়। যেমন-কোন প্রতিষ্ঠান ১,০০,০০০ একটি মেশিন ক্রয় করল, এই ১,০০,০০০ টাকাই হল মেশিনটির ক্রয় মূল্য এবং এই মূল্যেই হিসাবভুক্ত করা হবে, মেশিনটির বাজার মূল্য কম বা বেশী যাই হোক না কেন। বাজার মূল্য পরিবর্তনশীল তাছাড়া আনুষঙ্গিক মূল্য হিসাবভুক্ত করলে হিসাবের গ্রহণযোগ্যতা কমে যাবে। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্ট দীর্ঘ সময় ধরে চলমান থাকবে তাই প্রতিষ্ঠান সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ক্রয় করে না। যে কারণে বাজার মূল্যে সম্পত্তিটির দাম প্রদর্শন না করে ক্রয়মূল্যে প্রদর্শন করা হয়। ক্রয়মূল্য ধারণা হিসাবের নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি করে।

৭. **আদায়করণ ধারণা (Realization concept) ঃ** এ ধারণা অনুযায়ী আয় অর্জিত ও ব্যয় সংঘটিত হলে তবেই হিসাবভুক্ত হবে। লাভ-ক্ষতি নিরূপণের ক্ষেত্রে এ ধারণাটি বেশী ব্যবহৃত হয়। প্রতিদানের বিনিময়ে লেনদেন হলে তখন একে মুনাফা সংক্রান্ত হিসাবে লেখা যায়। শুধু পণ্য তৈরী করা বা পণ্য সরবরাহের ফরমায়েশ গ্রহণ করলেই মূল্য আদায় হয়েছে বলে ধরা যাবে না। আদায়করণ ধারণা ব্যবসায়ের নির্দিষ্ট সময়ান্তের প্রকৃত অর্জিত মুনাফা নির্ধারণের ক্ষেত্রে সহায়ক।

৮. **মিলকরণ ধারণা (Matching Concept) ঃ** এ ধারণা হিসাবকাল ধারণার সাথে সম্পর্কিত। কোন ব্যবসায় পরিচালনার উদ্দেশ্য হল নির্দিষ্ট সময় পর পর অর্জিত মুনাফার পরিমাণ নির্ণয় করা। নির্দিষ্ট হিসাবকালের প্রকৃত মুনাফা নির্ণয় করতে ঐ সময়ের অর্জিত মুনাফাজাতীয় আয়ের বিপরীতে মুনাফাজাতীয় ব্যয় মিল করতে হবে। অর্থাৎ কোন হিসাবকালে অর্জিত মুনাফাজাতীয় আয়ের বিপরীতে ঐ আয় অর্জনে প্রয়োজনীয় মুনাফাজাতীয় ব্যয় মিল করে অবশিষ্টাংশে মুনাফা বা ক্ষতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ ধারণা মতে কোন হিসাবকালের প্রদত্ত খরচ থেকে অগ্রিম খরচ বাদ দিয়ে ও বকেয়া খরচ যোগ করে, প্রকৃত খরচ নির্ণয় করা হয় এবং একইভাবে প্রাপ্ত আয় হতে অগিম আয় বাদ ও প্রাপ্য আয় যোগ করে প্রকৃত আয় নির্ণয় করা হয়।

৯. **বকেয়া ধারণা (Accrual Concept) ঃ** এ ধারণাটি নগদ ধারণার বিপরীত। নগদ ধারণায় শুধুমাত্র নগদ লেনদেনগুলো হিসাবভুক্ত হয়। আর বকেয়া ধারণায় নগদ ও বাকী সমস্ত লেনদেনসমূহই হিসাবভুক্ত হবে। অর্থাৎ

কোন আয় অর্জিত হয়েছে কিন্তু নগদে পাওয়া যায়নি এবং কোন ব্যয় সংঘটিত হয়েছে কিন্তু পরিশোধ করা হয়নি তাও হিসাবভুক্ত হবে।

খ. হিসাববিজ্ঞানের প্রথা বা নীতি (Accounting Convention) ঃ

সাধারণভাবে প্রচলিত রীতি যা হিসাব বিররণী প্রস্তুতকালে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে হিসাববিজ্ঞানীদের কার্য নিয়ন্ত্রণ করে। অর্থাৎ হিসাব সংক্রান্ত কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সমাধান করার জন্য ব্যবহারিক ক্ষেত্রে যে সব রীতি ও আচরণ বিধি মেনে চলা হয় তাকে হিসাববিজ্ঞান প্রথা বা নীতি বলে।

হিসাববিজ্ঞানের প্রথা বা নীতিসমূহ (Accounting Convention) ঃ

১. **রক্ষণশীরতা (Conservatism principle) ঃ** ব্যবসায় জগতে সম্ভাব্য লোকসানের জন্য সাবধানতা অবলম্বন করাকে রক্ষণশীলতা বলে। এই নীতির মূল কথা হল লাভ হবার সম্ভাবনা ১০০% ভাগ হলেও লাভ না হওয়া পর্যন্ত হিসাবভুক্ত করা চলবে না, কিন্তু লোকসান হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে তা হিসাবে দেখাতে হবে। হিসাববিজ্ঞানের তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে তাই ব্যবসায়ের প্রকৃত অবস্থার ভিত্তিতে সকল প্রতিবেদন তৈরী করতে হবে, কোন অলীক বা রঙিন চিত্র আঁকা চলবে না। এই নীতি অনুযায়ী মজুতপণ্যের ক্রয় মূল্য ও বাজার মূল্য এ দুটির যেটি কম সেই মূল্যে হিসাব লিপিবদ্ধ করা হয়।

২. **সামঞ্জস্যতা নীতি (Consistency Principle) ঃ** এই নীতি অনুসারে হিসাব কার্যক্রমে একবার যে নিয়ম ও রীতি পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় তা প্রতিটি হিসাবকালে যুক্তিসঙ্গত সংখ্যক বছর পর্যন্ত ব্যবহার করতে হবে। এর কোন ব্যতিক্রম হলেই বিভিন্ন বছরের ফলাফল সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় না এবং তুলনাও করা যাবে না। বিভিন্ন বছরে একই ধরনের নিয়ম পদ্ধতি ব্যবহার করলে হিসাবের নির্ভরযোগ্যতা ও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায় এবং বিশ্লেষণ ও তুলনা সহজ হয়। যেমন, স্থায়ী সম্পত্তির অবচয় নির্ণয়ে যদি সরল রৈখিক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় তাহলে প্রতিবছর এই পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে। [যদি পদ্ধতির পরিবর্তন করে ক্রমহ্রাসমান পদ্ধতি ব্যবহার বিশেষ প্রয়োজন হয় তাহলে করা যাবে। সে ক্ষেত্রে পরিবর্তনের কারণ ও তার ফলাফল আলাদাভাবে দেখাতে হবে। এ ধরনের পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় সমন্বয়ও করতে হবে]।

৩. **প্রকাশকরণ নীতি (Disclosure Principle) ঃ** এই নীতি অনুযায়ী হিসাবরক্ষক কর্তৃক প্রস্তুতকৃত প্রতিটি হিসাব বিররণী এবং প্রতিবেদন কেবলমাত্র সত্য নির্ভর হলেই চলবে না। ব্যবসায় সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য যেন ঐসব হিসাব বিবরণী ও প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত বা বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্যের জন্য কোন একটি ব্যবসায় সম্পর্কে যা কিছু অপরের জানা প্রয়োজন যা কিছু অপরের জানা উচিত তার সবই হিসাবরক্ষকরা প্রস্তুতকৃত হিসাব বিবরণী ও প্রতিবেদনের মাধ্যমে প্রকাশ করবেন এবং সেই সাথে লক্ষ্য রাখবেন সমস্ত তথ্য যেন সত্য হয়।

৪. **বস্তুনিষ্ঠতা বা প্রাসঙ্গিকতা নীতি (Materiality Principle) ঃ** ব্যবসা সংক্রান্ত তথ্য হিসাবভুক্ত করার সময় এসব তথ্য হিসাববিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে কতটুকু বস্তুনিষ্ঠ বা প্রাসঙ্গিক তা যাচাই করে দেখতে হবে। এই নীতি অনুসারে কোন তথ্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করার বা দৃষ্টি গোচর করার আগে বিচার করে দেখতে হবে যে, সেটা তথ্য প্রকাশের দৃষ্টিকোণ থেকে, অর্থ মূল্যের দৃষ্টিকোণ থেকে, প্রয়োগের দৃষ্টিকোণ থেকে সর্বোপরি সিদ্ধান্ত গ্রহণের দৃষ্টিকোণ থেকে কতটা প্রাসঙ্গিক। এই ৪টি বিষয়ের কোন একটিতে যদি কোন তথ্য প্রাসঙ্গিক মনে হয় তবে তা প্রকাশ করতে হবে। যেমন-কম মূল্যমানের ষ্টেশনারি দ্রব্যের সেবা একাধিক বৎসর ধরে পাওয়া গেলো তা সম্পত্তি হিসেবে গণ্য না করে, চলতি বৎসরের ব্যয়ের অর্ন্তভুক্ত করা হয়। এক্ষেত্রে প্রকাশ, অর্থমূল্য প্রয়োগ বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ দৃষ্টিকোণ থেকেই যেহেতু এ ঘটনা বস্তুনিষ্ঠ বা প্রাসঙ্গিক নয় তাই একে সম্পত্তি হিসাবে প্রকাশ করার কোন প্রয়োজন নেই।

পাঠ সংক্ষেপ

- হিসাববিজ্ঞানীরা আর্থিক বিবরণী প্রকাশ করতে গিয়ে কিছু মূলনীতি মেনে চলেন। এই মূলনীতিগুলোকে সর্বজন স্বীকৃত হিসাববিজ্ঞানের মূলনীতি বলা হয়। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আকার ও জটিলতা বাড়ার সাথে সাথে এই সব মূলনীতির প্রয়োজন বাড়ছে। আলোচনা ও বুঝার সুবিধার জন্য মূলনীতিসমূহকে ধারণা ও নীতি এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। ধারণা ও নীতিসমূহ অনুসরণ করলে হিসাববিজ্ঞান তথ্যের গ্রহণযোগ্যতা, নির্ভরযোগ্যতা ও বোধগম্যতা বৃদ্ধি পায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ১.৫

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

১। হিসাববিজ্ঞানের সত্ত্বা ধারণা বলতে কি বুঝায় ?
ক. মালিক ও ব্যবসা অভিন্ন সত্ত্বা
খ. মালিক ছাড়া ব্যবসার কোন স্বতন্ত্র সত্ত্বা নেই
গ. মালিক ও ব্যবসার পৃথক স্বতন্ত্র সত্তা বিদ্যমান
ঘ. মালিকের দায় যা ব্যবসারও দায়।

২। কোন ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে সত্ত্বা ধারণা আইনগতভাবে সিদ্ধ ?
ক. এক মালিকানা
খ. অংশিদারী
গ. যৌথ মূলধনী
ঘ. রাষ্ট্রীয়।

৩। চলমান প্রতিষ্ঠান ধারণা বলতে বুঝায়-
ক. একই প্রতিষ্ঠান দীর্ঘকাল ধরে চলতে থাকবে
খ. সম্পত্তি ক্রয়মূল্যে হিসাবভুক্ত করা হবে
গ. সম্পত্তির বাৎসরিক আয় ধার্য করা হবে
ঘ. সবগুলোই।

৪। চলমান প্রতিষ্ঠান ধারণা অনুসারে-
ক. সম্পত্তির মূল্য বাজার মূল্যে না দেখিয়ে ক্রয়মূল্যে দেখানো
খ. সম্পূর্ণ অব্যবহৃত হয় নাই এমন সম্পত্তি আগামী বৎসরগুলিতে অব্যবহৃত হবে
গ. অব্যবহৃত সম্পত্তি লাভ-লোকসান হিসাবে না দেখিয়ে উদ্বৃত্ত পত্রে দেখানো হয়
ঘ. সবগুলোই।

৫। অর্থ মূল্য ধারণা অনুসরণ করা হলে-
ক. সম্পত্তি, দায়, আয় ও ব্যয়ের উপর লেনদেনের প্রভাব জানা যাবে
খ. লেনদেনসমূহ হিসাববিজ্ঞানের তথ্য হিসেবে বিবেচিত হবে
গ. অর্থছাড়া স্বীকৃত নতুন মাপকাঠি প্রয়োজন হবে না
ঘ. সবগুলোই।

৬। হিসাবকাল ধারণা প্রয়োজন হয় কেন?
ক. অনির্দিষ্ট সময় শেষে ব্যবসার লাভ-লোকসান নির্ণয় বাস্তবসম্মত নয় বলে
খ. নির্দিষ্ট সময় পর লাভ-লোকসান ও আর্থিক অবস্থা জানার জন্য
গ. কর ও লভ্যাংশ প্রদান এবং অন্যান্য সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য
ঘ. সবগুলোই ঠিক।

৭। সাধারণত হিসাবকাল কত সময়ের জন্য?
ক. ১ মাস খ. ৬ মাস গ. ১ বৎসর ঘ. ৫ বৎসর।

৮। সামঞ্জস্য নীতি অনুসরণ করলে-
ক. একটি হিসাবকালে একই প্রকার নিয়ম পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়
খ. বিভিন্ন বৎসরের হিসাবে ফলাফল সামঞ্জস্যপূর্ণ ও তুলনামূলক হয়
গ. হিসাবের নির্ভরযোগ্যতা ও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়
ঘ. সবগুলোই ঠিক।

৯। রক্ষণশীলতা নীতি অনুসারে-
ক. সম্ভাব্য ব্যয়সমূহ ও অর্জিত আয়সমূহ হিসাবভুক্ত করা হয়
খ. মজুতপণ্যের ক্রয়মূল্য ও বাজার মূল্যের মধ্যে একটি হিসাবভুক্ত করা হয়
গ. দেনাদারদের থেকে মোট পাওনা আদায়যোগ্য না হলে তার জন্য ব্যবস্থা রাখা হয়
ঘ. সবগুলোই ঠিক।

১০. বস্তুনিষ্ঠতা নীতি অনুসারে-
ক. তথ্য প্রকাশ, অর্থমূল্য ও প্রয়োগের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রাসঙ্গিক হলে কোন তথ্য হিসাবভুক্ত হয়
খ. বড় অংকের টাকার ক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত পত্রে পয়সা বাদ দেয়া হয়
গ. ষ্টেশনারি দ্রব্যের সেবা একাধিক বৎসর পাওয়া গেলেও তা সম্পত্তি বিবেচনা না করে চলতি ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়
ঘ. সবগুলোই।

১১. ক্রয়মূল্য ধারণা বলতে বুঝায়-
ক. ক্রয়মূল্য যা হওয়া উচিত সেই মূল্যে হিসাব লিপিবদ্ধ করা
খ. যে মূল্যে লেনদেন সংঘটিত সেই মূল্যে হিসাব লিপিবদ্ধ করা
গ. ক্রয়মূল্য ও বাজার মূল্যের কমটি হিসাবভুক্ত করা
ঘ. ক্রয়মূল্য ও বাজার মূল্যের বেশিটি হিসাবভুক্ত করা।
১২. প্রকাশ নীতি বলতে বুঝায়-
ক. ব্যবসায় আংশিক তথ্যসমূহের প্রকাশ করা
খ. ব্যবসায় আভ্যন্তরীণ তথ্যসমূহ প্রকাশ না করা
গ. আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রকাশ্যে উপস্থাপন করা
ঘ. আর্থিক বিবরণীর সাথে প্রকৃত তথ্যসমূহ প্রকাশ করা।
১৩।হিসাববিজ্ঞানের ধারণা ও নীতিসমূহ অনুসরণ করলে-
ক. তথ্য বৃদ্ধি পায়
খ. আর্থিক বিবরণী ও প্রতিবেদনের উৎপত্তি ঘটে
গ. হিসাববিজ্ঞান তথ্যের গ্রহণযোগ্যতা ও নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়
ঘ. গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের প্রয়োজনীয়তা বজায় রাখা যায়।

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১. হিসাববিজ্ঞানের সর্বজনস্বীকৃত মূলনীতি বলতে কি বুঝায়? হিসাববিজ্ঞান তথ্যের উপর মূলনীতির প্রভাব ব্যাখ্যা করুন।
২. চলমান প্রতিষ্ঠান ও হিসাবকাল ধারণা ব্যাখ্যা করুন।
৩. অর্থ মূল্য ধারণা কি? হিসাবে এর প্রয়োজন কি?
৪. রক্ষণশীলতা নীতির প্রয়োজন কি? বর্তমান তথ্য প্রযুক্তির যুগে এর বিশেষ কোন তাৎপর্য আছে কি?
৫. প্রাসঙ্গিকতা ও প্রকাশ নীতির তুলনামূলক আলোচনা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ১.১	ঃ	১। ঘ	২। গ	৩। খ	৪। খ	৫। ক	৬। ক	৭। গ	৮। ঘ।	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন -১.২	ঃ	১। ঘ	২। গ	৩। খ	৪। ঘ	৫। গ	৬। ক	৭। ঘ	৮। ঘ	৯। ঘ।
পাঠোত্তর মূল্যায়ন -১.৩	ঃ	১। ঘ	২। ক	৩। ঘ	৪। খ	৫। গ	৬। ঘ	৭। ঘ	৮। ঘ।	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন -১.৪	ঃ	১। ঘ	২। গ	৩। গ	৪। খ	৫। ক	৬। ঘ	৭। গ	৮। খ।	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন -১.৫	ঃ	১। গ	২। গ	৩। ঘ	৪। ঘ	৫। ঘ	৬। ঘ	৭। গ	৮। ঘ	
		৯। ঘ	১০। ঘ	১১। খ	১২। ঘ	১৩। গ।				